CHILD RIGHTS IN INDIA :
ISSUES AND CHALLENGES

Volume - 2

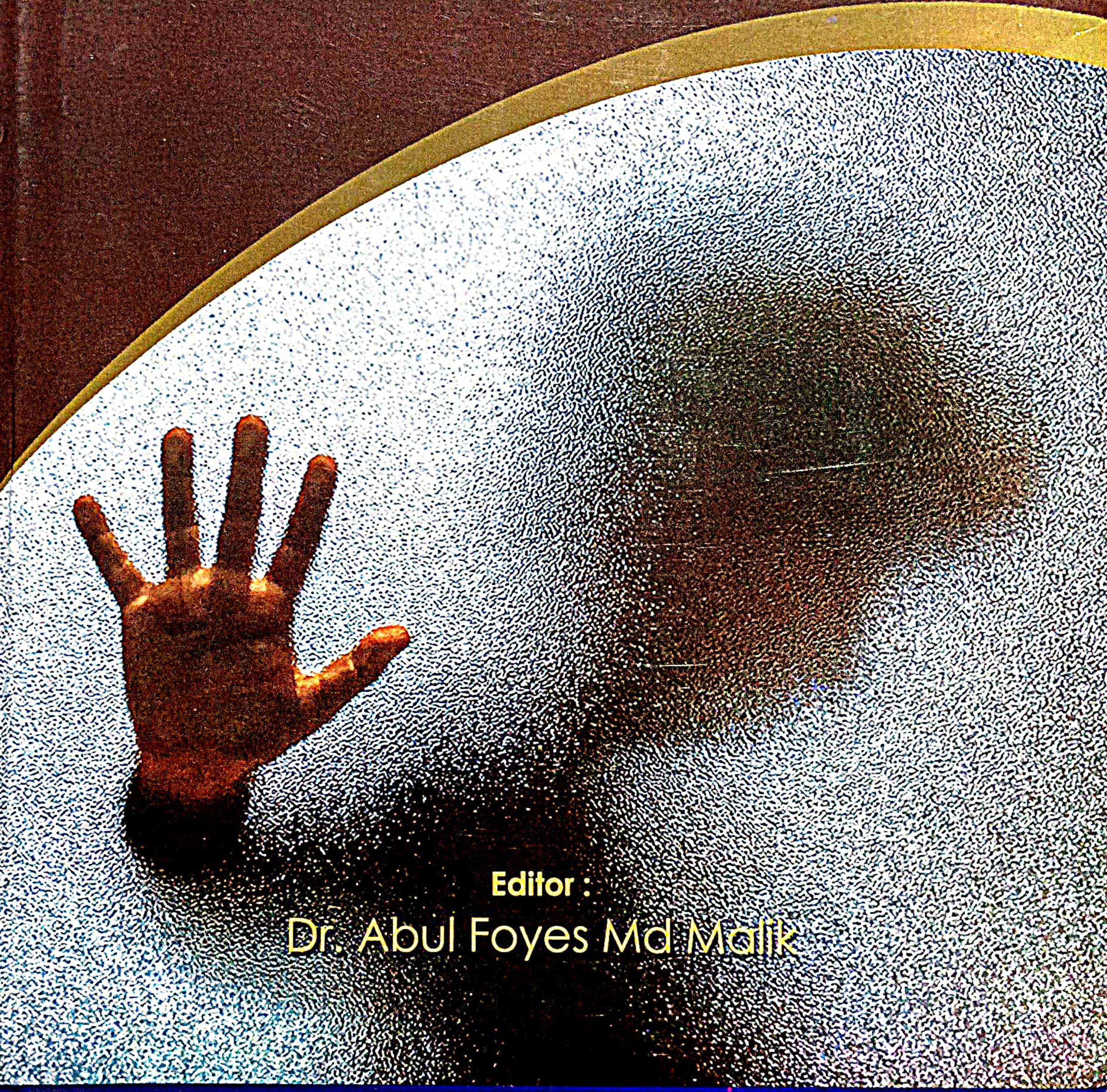

Editor :

Dr. Abul Foyes Md Malik

CHILD RIGHTS IN INDIA
Issues and Challenges
(Volume - 2)

PUBLISHED BY : DR ABUL FOYES MD MALIK
DEPT. OF BENGALI
DIGBOI MAHILA MAHAVIDYALAYA
DIGBOI 786171

SPONSORED BY : INDIAN COUNCIL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH
MISITRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
NEW DELHI, 110067

FIRST PUBLISHED : JUNE, 2019

EDITED BY : DR ABUL FOYES MD MALIK
DEPT. OF BENGALI
DIGBOI MAHILA MAHAVIDYALAYA

COVER DESIGN : EDITOR

PRICE : 600/- (RUPEES SIX HUNDRED ONLY)

PRINTED BY : SHYAM OFFSET
BORBAZAR, TINSUKIA (ASSAM)
Mobile No. : 9435136494

ISBN : 978-93-84146-40-5

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, recording or by any information, storage and retrieval system without prior permission in writing from the publisher.

The views and research findings provided in this publication are those of the author/s only and the editors are in no way responsible for its content.

CHILD RIGHTS IN INDIA
Issues and Challenges
(Volume - 2)

PUBLISHED BY : DR ABUL FOYES MD MALIK
DEPT. OF BENGALI
DIGBOI MAHILA MAHAVIDYALAYA
DIGBOI 786171

SPONSORED BY : INDIAN COUNCIL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH
MISITRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
NEW DELHI, 110067

FIRST PUBLISHED : JUNE, 2019

EDITED BY : DR ABUL FOYES MD MALIK
DEPT. OF BENGALI
DIGBOI MAHILA MAHAVIDYALAYA

COVER DESIGN : EDITOR

PRICE : 600/- (RUPEES SIX HUNDRED ONLY)

PRINTED BY : SHYAM OFFSET
BORBAZAR, TINSUKIA (ASSAM)
Mobile No. : 9435136494

ISBN : 978-93-84146-40-5

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, recording or by any information, storage and retrieval system without prior permission in writing from the publisher.

The views and research findings provided in this publication are those of the author/s only and the editors are in no way responsible for its content.

- রবীন্দ্র ছোটাগল্পে শিশুচরিত্র / ভরত রয়/১৮৫
- শিশু রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিশুকাব্য / ড° প্রভাকর মণ্ডল/১৯০
- শিশু অধিকার চেতনার আলোকে অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের গল্প 'সারেঙ' / অভিজিৎ সাহা/১৯৪
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের আলোকে অপু চরিত্র / চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য/১৯৯
- 'সাহিত্যের আকাশে শিশুর বিচরণ' ও ভারতে শিশু অধিকার ও তার সমস্যা এবং প্রত্যাহ্বান / সুমিতা দত্ত/২০১
- একক পাঠে শিশুসাহিত্য ঃ প্রসঙ্গ ত্রিপুরা / নবাশ্রিতা মোদক/২০৫
- ভারতীয় শিশুদের জন্য সামাজিক নীতি ও সাংবিধানিক আইন ঃ ভাষা-অধিকারে / ডঃ শ্যামলচন্দ্র দাস, ডঃ কানাই দাস /২০৭
- ছিটমহলের গল্প অবলম্বনে ছিটের শিশুদের জীবন সমস্যা ঃ একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা / বাসব দাস/২১১
- শরৎ চন্দ্রের গল্পে শিশু ও কিশোর চরিত্র ঃ একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা / সুজন সাহা/২১৬
- বাংলা সাহিত্যে শিশু ঃ প্রসঙ্গ রবীন্দ্র কবিতা / বর্ণালি হাজরা/২২১
- আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পে শিশুচরিত্র ঃ মনস্তত্ত্বের আলোকে একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা / ডঃ বিনীতা রাণী দাস/২২৫
- সত্যজিতের গোয়েন্দা গল্প ঃ প্রসঙ্গ কিশোর মনস্তত্ত্ব / জাহ্নবী দাশ/২৩৫
- রবীন্দ্রনাথ ঃ প্রসঙ্গ শিশু শিক্ষা / ডঃ প্রণয় ব্রহ্মচারী/২৩৯

ছিটমহলের গল্প অবলম্বনে ছিটের শিশুদের জীবন সমস্যা ঃ একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

বাসব দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ময়নাগুড়ি কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ

'ছিটমহল' বলতে বোঝায় এক বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডকে। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Enclave। রাষ্ট্রের যে অংশ অন্য রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাকে ছিটমহল বলা হয়। অন্যদিকে ছিট রাষ্ট্র বা Enclave Country বলেও পৃথিবীতে কিছু দেশ রয়েছে— যে গুলি অন্য কোন রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি রাষ্ট্র লিসোথো, রোম নগরীর মধ্যবর্তী ভাটিক্যান সিটি প্রভৃতি একদা ব্রিটিশ ভারতে ফরাসিদের পণ্ডিচেরী বা চন্দন নগর ছিল ফরাসি শাসিত বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড বা ছিটমহল। এই মুহূর্তে পৃথিবীতে প্রায় ২২৩ টি ছিটমহল রয়েছে এবং সেখানে আন্তর্জাতিক মানের সাহিত্য রচনা হচ্ছে। সেই সাহিত্য Enclave Literature নামে খ্যাত।

আমাদের আলোচ্য বিষয় হল ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহল। যদিও আজ এই ছিটমহলগুলির কোনো অস্তিত্ব নেই। ২০১৫ সালের ৩১ শে জুলাই ছিটমহল হস্তান্তরের মাধ্যমে ৬৮ বছরের সমস্যার নিরশন হয়। ভারত-বাংলাদেশের ছিটের সংখ্যা ছিল সর্বমোট ১৬২ টি। যার মধ্যে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ভারতের ছিটের সংখ্যা ছিল ১১১ টি এবং ভারতের মূল ভূখণ্ডে বাংলাদেশের ছিটের সংখ্যা ছিল ৫১ টি। ছিটমহল হস্তান্তরের ফলে ছিটের অধিবাসীরা নিজেদের পছন্দ মতো দেশ বেছে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশের ছিট থেকে কোনো মানুষ বাংলাদেশে না-গেলেও বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতের ছিট থেকে প্রায় দুই শতাধিক মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল।

প্রশ্ন জাগে যে, ছিটমহলগুলি সৃষ্টি হল কীভাবে। বিশেষজ্ঞরা ১৯৪৭র পরও ছিটমহল থেকে যাওয়ার জন্য দায়ী করেছে রেডক্লিফকে। তার অপারদর্শিতা ও অবহেলার জন্য প্রায় লক্ষাধিক ছিটবাসী হারিয়েছিল তাদের মৌলিক অধিকার। ১৯৪৭ খ্রিঃ ৮ই জুলাই রেডক্লিফ ভারতে আসেন এবং ১৩ই আগস্টের মধ্যে সীমান্ত নির্ধারন করেন। মনে করা হয়, তিনি জমিদার, নবাব, স্থানীয় রাজনীতিবিদদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে ছিটমহল সমস্যা সমাধান করতে পারেননি। তবে এই ছিটমহল সৃষ্টির ইতিহাস আরও কয়েকশো বছর পেছনের কাহিনি। ছিটমহল সৃষ্টি নিয়ে নানা মত রয়েছে। নিম্নে সূত্রাকারে তা উপস্থাপন করা হল—

ক) উত্তরাধিকার নিয়ে যখন কোচবিহার রাজপরিবার বিপর্যস্ত, তখন সেই অভ্যন্তরীন বিরোধের সুযোগ নিয়ে রংপুর, ঘোড়াঘাটের নায়েব সৌলৎ জঙ্গ ১৭৩৬ খ্রিঃ কোচবিহার আক্রমন করে দখল করেন। ১৭৩৭ খ্রিঃ কোচবিহারের মহারাজ উপেন্দ্রনারায়ন ভূটানের রাজার সাহায্যে মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং জয় লাভ করেন। যদিও কোচবিহারের দক্ষিণ সীমান্তে খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত স্থানে মুসলমান সৈন্যরা বসবাস করতে থাকে। ঐ ভূখণ্ডগুলির অধিবাসীদের আনুগত্য ছিল বাংলার নবাবের প্রতি বা স্থানীয় চৌধুরীদের প্রতি। এ প্রসঙ্গে ছিটমহল গবেষক দেবব্রত চাকী লিখেছেন—

"সীমান্তের মুছলমান বা মোগল সৈন্য অধ্যুষিত গ্রামগুলির বাসিন্দাদের আনুগত্যই সমস্ত চাকলার জমিদারদের প্রতি থাকার দরুন এই সমস্ত খণ্ড খণ্ড গ্রামগুলি রংপুরের মোগল প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। স্থানীয়ভাবে এই গ্রামগুলি মোগলান নামে পরিচিত। উক্ত মোগলান নামক এই খণ্ড খণ্ড গ্রামগুলিই কালক্রমে কোচবিহারের অভ্যন্তরে অবিভক্ত বাংলার রংপুর জেলার ছিটমহলে পরিণত হয়, যা পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান, অধুনা বাংলাদেশের ছিটমহল হিসাবে আন্তর্জাতিক মহলে স্বীকৃত।"[১]